খেলা
Twelve Uttarbanga Sambad 26 March 2020 Jalpaiguri + Siliguri

## বাতিল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ

করোনার প্রাদুর্ভাবে বাতিল হল জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। ২৭ এপ্রিল থেকে লখনউয়ে হওয়ার কথা ছিল প্রতিযোগিতাটি।

### শুভেচ্ছা

**জন্মদিন**

☺ আজ তোমার ২২তম শুভ জন্মদিন। পরম পিতার চরণে তোমার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। –ঠাকুমা, দিদন, দাদু, বাবা–বিমল, মা–রুম্পা (ববি), বোন বিপাশা। থানাপাড়া, ওয়ার্ড নং–১২।

## অনূর্ধ্ব–১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপ নিয়ে ধোঁয়াশা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ :** করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে ক্রীড়া জগতেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবার এক বছরের জন্য পিছিয়ে গেল অলিম্পিক গেমস। একই পরিস্থিতি ফুটবলেও। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ২০২২–র কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতার্জন পর্বের ম্যাচগুলো।

এরইমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, এদেশে নভেম্বরে হতে চলা অনূর্ধ–১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপ কি আদৌ হওয়া সম্ভব? মোট ১৬টি দেশ এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। যার মধ্যে আয়োজক ভারত সহ জাপান ও উত্তর কোরিয়া ছাড়া যোগ্যতাঅর্জন পর্ব ঠিকঠাক খেলার সুযোগ না পাওয়ায় বাকিদের ভবিষ্যৎ ঝুলে। আয়োজক দেশ হলেও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে এআইএফএফের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা হয়নি বলে জানালেন সচিব কুশল দাশ। তিনি বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি ফিফার তরফে। বুঝতে পারছি না, টুর্নামেন্ট ঠিক সময়ে হবে নাকি পিছিয়ে যাবে।’ ফিফার তরফে জানানো হয়েছে, ‘কোভিড–১৯ ভাইরাসটির বিষয়ে ভারতের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতি বিচার করছি। এই ব্যাপারে স্থানীয় আয়োজক কমিটি, এআইএফএফ, মিনিস্ট্রি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড ইউথ অ্যাফেয়ার্স এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।’ ফেডারেশন সচিব কুশল দাশ অবশ্য চিন্তায়। এই বিষয়ে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত না জানালে তাঁরা সমস্যায় পড়তে পারেন। তিনি বলেন, ‘আপাতত সবকিছুই বন্ধ। ফলে অনূর্ধ্ব–১৭ বিশ্বকাপের জন্য যা যা প্রস্তুতির প্রয়োজন সেসব কাজও বন্ধ রয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে সাহায্য দরকার হয়। সেসব কতটা কীভাবে পাব সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।’ ফিফার তরফে অবশ্য বিকল্প ভাবনাচিন্তার কথা জানানো হয়। বিশেষ করে পরবর্তী যেসব টুর্নামেন্ট এদেশে হওয়ার কথা ছিল সেগুলোর দিকেই মূলত ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভারতের নবি মুম্বই, কলকাতা, আমেদাবাদ, ভুবনেশ্বর ও গুয়াহাটিতে ম্যাচগুলো হওয়ার কথা। এর মধ্যে এদেশে মুম্বইতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি। তালিকায় রয়েছে আমেদাবাদ ও কলকাতাও।

## কাল ভিডিও কনফারেন্সে আইসিসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ :** সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উৎকণ্ঠা। দ্রুত বদলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব হবে, কবে থেকে ফের থেমে থাকা ক্রীড়া বিশ্বে খেলা শুরু হবে—এমন হাজারো প্রশ্নের আপাতত কোনো জবাব নেই কোথাও। কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতির গুরুত্ব পর্যালোচনা করা থেমে থাকবে কেন? সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার আইসিসি–র শীর্ষ কর্তাদের ভিডিও কনফারেন্স হতে চলেছে। যেখানে

### করোনা ভাইরাস

কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে না, একথা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। শুধু রুটিন মেনে পরিস্থিতি পর্যালোচনার সঙ্গে আগামীর লক্ষ্যে প্ল্যান ‘বি’, সি’ ঠিক করবে আইসিসি। শুক্রবারের আসন্ন ভিডিও কনফারেন্স নিয়ে আইসিসি–র এক প্রতিনিধি আজ বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাস আতঙ্ক সাংঘাতিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এর মধ্যে এখনই দুনিয়ার কোনো প্রান্তেই ক্রিকেট শুরু করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্স হতে চলেছে। যেখানে কোনো সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনার পাশে আগামীর কিছু ভাবনাও ভেবে রাখতে পারি।’

## ১৫ এপ্রিলের পর সিদ্ধান্ত

**জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ও প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের খেতাব নির্ধারণী ম্যাচের দিন ১৫ এপ্রিলের পর স্থির হবে। করোনা জনিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংস্থার সচিব কুমার দত্ত জানিয়েছেন, কার্যনির্বাহী সমিতির সভাতে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে লিগের নির্ণায়ক ম্যাচের দিন ঘোষণা করবে সংস্থা।

# সূচি নিয়ে বিশৃঙ্খলা তুঙ্গে, হতাশ জাপানের মানুষ

**লন্ডন ও টোকিও, ২৫ মার্চ :** করোনার সংক্রমণ এড়াতে জুলাই–অগাস্টে অনুষ্ঠেয় টোকিও অলিম্পিক গেমস একবছর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) ও জাপান সরকার। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আগামী কয়েকবছর বিভিন্ন খেলার সূচি নিয়ে যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা ইতিমধ্যে সত্যি বলে প্রমাণিত হতে শুরু করেছিল। প্রথমেই বিপদে পড়ে গিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স, যা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে আমেরিকার ইউজিন শহরে। অথচ নতুন সূচি অনুযায়ী ওই সময় টোকিওতে হতে পারে অলিম্পিক। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সভাপতি সেবাস্তিয়ান কো জানাচ্ছেন, তাঁরা ইতিমধ্যে ইউজিনের সংগঠকদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের সবাইকে নমনীয় হতে হবে। সমস্যা আসবে এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধান করা মোটেই সহজ ব্যাপার হবে না। দরকার হলে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স পিছিয়ে ২০২২ সালে করতে হবে। আমি ইতিমধ্যে আইওসি–কে এই ব্যাপারে চিঠি লিখেছি। আমাদের কাউন্সিল সদস্যদের সঙ্গে কথাও বলতে শুরু করেছি। তবে যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। অলিম্পিকের একটা অন্য দাম আছে। এই মুহূর্তে অ্যাথলিটরা যে মানসিক অবস্থায় আছে, তার মধ্যে টোকিওয় গিয়ে মোটেই ভালো কিছু করতে পারত বলে আমার মনে হয় না।’

### টোকিও অলিম্পিক

অন্যদিকে অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ায় যেখানে সারা বিশ্বের ক্রীড়ামহল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, সেখানে হতাশা ব্যক্ত করেছেন জাপানের অনেকেই। আসলে জাপানের অনেক মানুষ আশা করেছিলেন সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদির পর এই অলিম্পিক হবে তাঁদের দেশের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। কিন্তু সেটাও একবছর পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশা গ্রাস করেছে তাঁদের। টোজিও শিমবুন নামের বিখ্যাত কাগজ বলেছে, এই সিদ্ধান্তে তারা ‘অবাক এবং বিব্রত’। তবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে জাপান সরকারের এর চেয়ে বেশি কিছু করার ছিল না। আইওসি–কে দোষারোপ করে এই কাগজটি বলেছে, তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ পুরো ব্যাপারটাকে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তা মোটেই কাম্য ছিল না। এটাই প্রমাণ হয়ে গেল যে সত্যিকারের নেতৃত্বের খুব অভাব দেখা দিয়েছে। দেশের অ্যাথলিটদের অনেকে অবশ্য বলেছেন, তাঁরা হতাশ হলেও পরের বছরের জন্য তৈরি হবেন। ৩০ বছর বয়স্ক টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জুন মিজুতানি এর আগে তিনটি অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি হালকা সুরে টুইট করে বলেছেন ‘আশা করি এবারেও পারবো।’

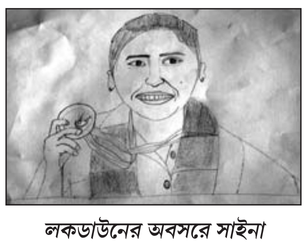
লকডাউনের অবসরে সাইনা নেহওয়ালের ছবি এঁকে চমক ভক্তের।

## অলিম্পিক পিছোনোয় খুশি সাইনারা

**নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ :** ২৪ জুলাই হওয়ার কথা ছিল টোকিও অলিম্পিক। করোনার ধাক্কায় এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হল ‘গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ’–কে। বর্তমান পরিস্থিতি দ্বিতীয় রাস্তাও ছিল না অলিম্পিক কমিটি, আয়োজক জাপানের কাছে। মিলিত যে সিদ্ধান্তকে বাস্তবোচিত ও সময়োপযোগী বলে মনে করেন ভারতীয় ক্রীড়ামহল। অলিম্পিকে ভারতের অন্যতম আশা সাইনা নেহওয়াল থেকে বজরং পুনিয়া, রাহি সারনোবতদের মতে সঠিক পদক্ষেপই করা হয়েছে অলিম্পিক পিছিয়ে দিয়ে।

**সাইনা নেহওয়াল**

অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়া স্বস্তি দেবে ক্রীড়াবিদদের। গোটা বিশ্বজুড়ে লকডাউন পরিস্থিতি। এরমধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব নয়। আগে নিরাপত্তা, তারপর প্রস্তুতি। তাছাড়া আমরা যাঁরা এখনও অলিম্পিকের যোগ্যতা পাইনি, টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যাওয়াই তাদের সুবিধা হল। অলিম্পিক কমিটি যোগ্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী কী নিয়ম বা পদক্ষেপ করে, সেদিকে তাকিয়ে আছি।

**মীরাবাই চানু**

অলিম্পিক পিছিয়েছে, একদিকে ভালোই হয়েছে। আমরা আরও বেশি করে প্রস্তুতি নিতে পারব। কঠিন পরিস্থিতি চারিদিকে। তবে আমি আমার প্রস্তুতি চালিয়ে যাব।

**রাহি সারনোবত**

ট্রেনিং বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে অলিম্পিকের জন্য আমাদের তৈরি হতে আরও তিন–চার মাস সময় লাগবে। তাই আমরাও চাইছিলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে অলিম্পিক পিছিয়ে যাক। এই সিদ্ধান্ত স্বস্তি দেবে। এখন আমরা নতুন করে ট্রেনিং সারতে পারব।

## যোগ্যতা অর্জন নিয়ে তৈরি হতে পারে নতুন সমস্যা

**জয়দীপ বসু ● নয়াদিল্লি**

**২৫ মার্চ :** অলিম্পিক একবছর পিছিয়ে যাওয়ায় কিছুটা হলেও মুশকিলে পড়তে পারেন কিছু অ্যাথলিট। প্রথমত তাঁদের বয়স বেড়ে যাবে একবছর। তার ওপর ২০২১ জুলাই–অগাস্ট মাসে তাঁরা কি রকম ফর্মে থাকবেন তা এখনই বলতে পারা খুব শক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সময়ে অলিম্পিক হলে হয়তো অনেক বেশি সুবিধা হত কিংবদন্তি বক্সার এমসি মেরি কমের। তাঁর এখনই বয়স ৩৭ বছর। যদিও অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষা সসম্মানে পাশ করেছেন মেরি এই কয়েকদিন আগেই জর্ডনের আম্মান শহরে। কিন্তু ২০২১ সালে ৩৮ বছর বয়সে তিনি এই ফর্ম কি ধরে রাখতে পারবেন? প্রশ্ন তুলতে পারেন কিন্তু বক্সিং মহলে অনেকেই। সম্ভবত চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (আইওএ) কর্তাদের কপালেও।

তবে শুধু মেরিকে নিয়ে আলাদা করে বলার কি প্রয়োজন? বেশকিছু বক্সার, শুটার অথবা কুস্তিগির নিয়েও এই একই সন্দেহ জাগতে পারে অনেকের মনে। ঠিক কতটা ফর্মে থাকবেন বক্সিংয়ের বিকাশ কিষাণ অথবা শুটিংয়ের সঞ্জীব রাজপুত? দুইজনের কাউকেই ঠিক নবীন অ্যাথলিট বলা যায় না। বিকাশ তো এর আগে দুটি অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছেন। এখানেই শেষ নয়। অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ায় যে যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতাগুলি করোনার আক্রমণে বানচাল হয়ে গিয়েছিল সেগুলি আবার করে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আইওসি কি যোগ্যতা অর্জন নিয়ে নতুন নিয়ম আনতে চলেছে? এমনও তো হতে পারে যে, পুরো প্রক্রিয়াটাই আবার নতুন করে শুরু করতে পারে আইওসি। কারণ যাঁরা ইতিমধ্যেই যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন ২০২০–র জন্য। একবছর বাদে যখন অলিম্পিক হবে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কোন যুক্তিতে প্রশ্ন তুলতে পারেন অনেকেই।

TOKYO 2020
TM

মঙ্গলবার রাতে আইওসি–কে একটি চিঠি লিখেছেন আইওএ সচিব রাজীব মেহতা। সেই চিঠিতে তিনি বলেছেন, ‘অলিম্পিক একবছর পিছিয়ে যাওয়ায় বহু অ্যাথলিটদেরই কেরিয়ারের ওপর অথবা তাদের যোগ্যতা অর্জনের পরিকল্পনার ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে। আমরা কিন্তু পূর্ণভাবে তাদের পাশে আছি। করোনা ভাইরাসের জন্য সারা দেশে যে বন্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা শেষ হলেই আমরা আমাদের দেশের ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে অ্যাথলিটদের নতুন করে প্রস্তুতির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় বসব।’ যোগাযোগ করা হলে রাজীব অবশ্য কোনও বিশেষ বিশেষ অ্যাথলিটদের নিয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ায় ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। আবার একবছরের জন্য নতুন করে টাকাপয়সা দরকার। আর সেই টাকা সরকার ছাড়া কেই বা দেবে?’

### স্বাগত জানাল টেনিস মহল

## অলিম্পিক পিছোনোয় সুবিধা নাদাল–জকোভিচদের

**মুম্বই, ২৫ মার্চ :** আশঙ্কাই সত্যি করে একবছরের জন্য পিছিয়েছে অলিম্পিক। সিদ্ধান্তটা কারও কাছে সর্বনাশ তো কারও পৌষ মাস। অ্যাথলেটিক্স দুনিয়া হতাশ হলেও, টেনিস মহলের জন্য যা আশীর্বাদস্বরূপ! আগামী ২৪ জুলাই থেকে ৯ অগাস্ট হওয়ার কথা ছিল টোকিও অলিম্পিক। করোনার কারণে ২০২১–এ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ায় লাভবান হবে রাফায়েল নাদাল, নোভাক জকোভিচ, রজার ফেডেরার সহ টেনিস তারকারা।

করোনার কারণে প্রফেশনাল টুর ৭ জুন পর্যন্ত বন্ধ। ধাক্কা খেয়েছে ক্লে কোর্ট মরশুম। চলতি শাটডাউনে ফরাসি ওপেন মে মাস থেকে পিছিয়ে সেপ্টেম্বর ২৫–অক্টোবর ৪ করা হয়েছে। অর্থাৎ মার্কিন ওপেন শেষ হওয়ার দিন সাতেক পর শুরু হবে ফরাসি ওপেন। এই পরিবর্তন বছরের টেনিস–সূচিকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ফরাসি ওপেনের পিছিয়ে যাওয়া এবং জুলাইয়ে অলিম্পিক হলে নাদাল, জকোভিচরা হাঁফছাড়ার সময় পেতেন না। অলিম্পিক প্রস্তুতিও মার খেত। অলিম্পিক পিছোনোয় সেই সমস্যা আপাতত কাটল।

খুশিটা ধরা পড়ল টেনিস তারকাদের কথাতে। সুইস তারকা স্ট্যানিস্লাস ওয়ারিঙ্কা ২০০৮ অলিম্পিকে ফেডেরার–এর সঙ্গে জুটি বেঁধে সোনা জয়ের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘দেখা হবে ২০২১–এ।’ জাপানের টেনিস তারকা কেই নিশিকোরি বলেন, ‘অলিম্পিক যে শেষপর্যন্ত বাতিল হয়নি, স্বস্তি পেলাম। পিছিয়ে যাওয়ার ফলে সুবিধা হল টেনিস খেলোয়াড়দের।’ দুইবারের উইম্বলডন জয়ী পেত্রা কিতোভা আবার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, ‘হতাশ হওয়ার বদলে মুখিয়ে রয়েছি ২০২১–এ সেরা অলিম্পিক ইভেন্টের জন্য।’

এদিকে, জুনে রয়েছে উইম্বলডনের আসর। কিন্তু বাকি বিশ্বের মতো ইংল্যান্ডও কাঁপছে করোনায়। অলিম্পিক পিছোনোয় ঘাসের কোর্টের সেরা আসরের জন্য নতুন সময় বের করার সুবিধা হবে। অবশ্য উইম্বলডনের সংগঠক দ্য অল ইংল্যান্ড ক্লাব কর্তৃপক্ষ ধীরে চলো নীতিতে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। এখনও টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো পদক্ষেপ করেনি তারা। সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন, ‘আমাদের হাতে এখনও সপ্তাহ আটেক রয়েছে। পরিস্থিতি কোনদিকে যায়, এপ্রিলের শেষে তা নিয়ে আলোচনা বসব আমরা।’

## অলিম্পিক নিয়ে বজরং

অলিম্পিক পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত একদম সঠিক। মানসিকভাবে সবাই বিপর্যস্ত। কেউ ঠিকমতো ট্রেনিং করতে পারছিল না। শুধু ভারতীয় ক্রীড়াবিদরাই নয়, এটা গোটা বিশ্বের ছবি। করোনা মহামারি থেকে আগে তো মানুষকে বাঁচাতে হবে। তারপর খেলাধুলো।

### আমিই সর্বকালের সেরা : পেলে

## ধারাবাহিকতায় মেসির চেয়ে এগিয়ে রোনাল্ডো

**সাও পাওলো, ২৫ মার্চ :** বিশ্ব ফুটবল তাঁকে সম্রাট বলে চেনে। তাঁর পায়ের ফুটবল জাদুতে ম্লান হীরের দ্যুতি। সেই ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কিংবদন্তি পেলে এবার নিজেকে সর্বকালের সেরা বলে দাবি করলেন। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে নিজেকে অন্যান্যদের থেকে এগিয়ে রেখেছেন ‘ফুটবল সম্রাট’।

তবে শুধু সর্বকালের বিচারই নয়, বর্তমান প্রজন্মের কে সেরা ফুটবলার – সেই বিতর্কেও নিজের মতামত জানিয়েছেন পেলে। ৭৯ বছর বয়সি ফুটবল কিংবদন্তির চোখে, লিওনেল মেসি নন, ‘বেস্ট’ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কেন সিআর সেভেন সেরা? পেলের যুক্তি, ‘মেসির থেকে রোনাল্ডো বেশি ধারাবাহিক।’ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফুটবলবিশ্বকে নিজেদের জাদুতে সম্মোহিত করে রেখেছেন মেসি–রোনাল্ডো। দুইজনের ঝুলিতে মোট ১১টি ব্যালন ডি’অর পুরস্কার। তবে ব্যালন ডি’অর যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয়, তাহলে সেই বিচারে রোনাল্ডোকে টেক্কা দিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকার ট্রফি ক্যাবিনেটে শোভা পাচ্ছে ছয়টি ব্যালন ডি’অর খেতাব। সেখানে রোনাল্ডোর ঝুলিতে পাঁচটি। তা সত্ত্বেও পোর্তুগিজ তারকাকে এগিয়ে রাখছেন ‘ব্ল্যাক ডায়মন্ড’ পেলে। তাঁর কথায়, ‘আমি মেসির অবদানকে খাটো করে দেখছি না। স্ট্রাইকার না হয়েও মেসির মধ্যে গোল করার সহজাত দক্ষতা, তা অবিশ্বাস্য। তবে ধারাবাহিকতায় মেসির থেকে এগিয়ে থাকবে রোনাল্ডো। এই কারণে ও সেরা।’ মেসি–রোনাল্ডোর দ্বৈরথের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে পেলের কথায়। অতীতে ফুটবল আঙিনায় তাঁরাও নিজেদের ছাপ রেখেছেন বলে জানান ফুটবল সম্রাট। তাঁর কথায়, ‘সেরা ফুটবলারের নাম বলতে বললে অনেক নাম মনে আসে। আমাদের (ব্রাজিলের) জিকো, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো। ইউরোপে বেকেনবাওয়ার, জোহান ক্রুয়েফ – বিশ্ব ফুটবলে এদের অবদান ভোলার নয়। তবে যদি ভুল না হই, এদের মধ্যে সেরা একজনই – আমি। পেলে।’

গত মাসেই তাঁর পুত্র এডিনহো জানিয়েছিলেন, শারীরিক অসুস্থতায় মানসিক অবসাদে ভুগছেন ফুটবল সম্রাট। তবে তিন বারের বিশ্বজয়ী ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি এদিন পুত্রের দাবি নস্যাৎ করে বলেন, ‘আমি অবসাদগ্রস্ত, এটা ভ্রান্ত ধারণা। গত দুইবছর ধরে নানা শারীরিক অসুস্থতায় আমায় ভুগতে হচ্ছে। বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচারও হয়েছে। আমি সেই সব সামলে নিজেকে ফিট করে তোলার চেষ্টা করে চলেছি। আসলে পরিবার–পরিজন আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। এখন আমি অনেক ভালো রয়েছি। স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে পারছি। ঈশ্বরকে সুস্থ জীবন উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।’

## প্যারিস অলিম্পিক হবে সময়েই

**প্যারিস, ২৫ মার্চ :** ২০২০ টোকিও অলিম্পিক নিয়ে আইওসি এবং জাপান সরকারকে গত কদিন ধরে হিমসিম খেতে দেখে তড়িঘড়ি প্রচারে নেমে পড়ল পরবর্তী অলিম্পিকের সংগঠন কমিটি। ২০২৪ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে। কমিটির প্রধান টনি এস্টানগুয়েত জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২০ অলিম্পিক একবছর পিছিয়ে গেলেও তার কোনও প্রভাব প্যারিসের সূচির ওপর পড়বে না। ‘অলিম্পিক ২০২৪ সালেই হবে এবং গ্রীষ্মকালেই হবে’, বলেছেন এস্টানগুয়েত, যিনি নিজে ক্যানোয়িংয়ে তিনবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের প্রস্তুতি জোরদার করছি। প্রত্যেক গেমসের পরিস্থিতি আলাদা হয়। টোকিওর মতো পরিকাঠামো আমাদের তৈরি করতে হবে না।’ তবে প্যারিসের সংগঠকরা বলছেন, টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে দেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত। এখন খেলাধুলার চেয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বলেই তাঁরা মনে করেন।

লকডাউনের পর স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল।

## ফুটবল মানুষের মুখের হাসি ফেরাবে, বিশ্বাস সন্দেশের

**নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ :** ‘স্টে হোম, সেভ লাইভস’।

করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত ভারত তথা বিশ্বের বার্তা এখন এটাই।

তবে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া মানবসভ্যতা যে ভাইরাস–আতঙ্ককে হারিয়ে ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে, সেবিষয়ে নিশ্চিত ভারতীয় ফুটবলার সন্দেশ ঝিংঘান। খুব দ্রুত মানুষের মুখে হাসি ফুটবে, এমনটাই জানাচ্ছেন ভারতীয় রক্ষণের অন্যতম স্তম্ভ। কিন্তু তার আগে সবাই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে বলেছেন ঝিংঘান। চন্ডীগড়ে নিজের পরিবারের সঙ্গে ‘ঘরবন্দি’ থাকা অবস্থায় সন্দেশের বার্তা, ‘এই কঠিন সময়ে আমাদের সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। কোনও রকম বোকামো করা চলবে না, যার জন্য পরে আফসোস করতে হতে পারে। এই কঠিন সময়ে দেশের প্রশাসনের সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতার অঙ্গীকার আমাদের করা উচিত।’ করোনার থাবায় সারা বিশ্বে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। খাঁ–খাঁ করছে স্টেডিয়াম। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা কাটিয়ে ফের জনকোলাহল মুখর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ফুটবলাররাই পারেন বলে মনে করেন সন্দেশ। তাঁর কথায়, ‘ফুটবল আবার গোটা বিশ্বকে একত্রিত করবে। ইতিহাস তাই বলে। অতীতেও সেই ঐক্যের ছবি দেখা গিয়েছে। এবারও ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।’ সন্দেশের উপলব্ধি, ‘যখন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তখন মানুষ ফের ভিড় করবে ফুটবল মাঠে, স্টেডিয়ামে। তাঁদের প্রিয় তারকাদের দেখে উৎসাহ দেবে। এটা একমাত্র খেলাতেই সম্ভব। সেই দিনটা দেখার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।’ সারা বছর ফুটবল নিয়ে ব্যস্ততায় সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না পরিবারকে। এই অবসরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটানো যাচ্ছে বলে মনে করেন ঝিংঘান। তাঁর মতে, ‘এটা পরিবারের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক দৃঢ় করার সুযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছি, প্রশাসন যখন ঘরবন্দি থাকতে বলছে, তখন তার তোয়াক্কা না করে অনেকেই বাইরে ঘুরছেন। সাধারণ নাগরিকদের বলব, পুরো সময়টা পরিবারকে দিন। বাড়িতে বসে কাজ করুন। বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটান।’ অবসরে নিজেও বই পড়ে, লেখালেখি করে সময় কাটাচ্ছেন বলে জানান সন্দেশ। তবে এর মাঝেই হাঁটুর চোট কাটিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছেন ভারতীয় ডিফেন্ডার। করোনা আতঙ্কে আপাতত স্থগিত কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ। সন্দেশের কাতার ম্যাচের আগেই নিজেকে পুরো ফিট করে তোলা। তাঁর কথায়, ‘আমি কোচ, মেডিকেল স্টাফদের কথা দিয়েছি কাতারের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচের আগে ফিট হয়ে উঠব। তার জন্য বাড়িতেই রিহ্যাব চালিয়ে যাচ্ছি।’ বলার সময় আত্মবিশ্বাসী দেখায় ইগর স্টিমাচের অন্যতম প্রিয় ছাত্রকে।

## মে মাসের মধ্যে আই লিগ শেষ করতে চায় ফেডারেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ :** এই মরশুমে আই লিগের ভবিষ্যৎ কি? এখনও পর্যন্ত বলতে পারছেন না ফেডারেশন কর্তারা। তবে কোনও অবস্থাতেই যে মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকানো যাবে না, জানিয়ে দিলেন ফেডারেশন সচিব কুশল দাশ।

আপাতত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত লিগ বন্ধ থাকছে। তাই ১৩–১৪ তারিখ নাগাদ নিজেদের মধ্যে টেলিফোনিক আলোচনার মাধ্যমে ফেডারেশন কর্তারা সিদ্ধান্ত নেবেন, আদৌ লিগ শুরু করা যাবে কিনা। সচিব কুশল দাশ জানালেন, ‘১৫ এপ্রিলের মধ্যে যদি সব ঠিক হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর ফের খেলাধুলো শুরু করার অনুমতি দেয়, তাহলে হয়তো দিন সাতেক সময় দিয়েই আমরা ফের লিগটা শুরু করে দিতে পারব।’ সেক্ষেত্রে খুব বেশি হলে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে লিগ শেষ করে দেওয়া সম্ভব হবে। ফেডারেশন সচিব বলেন, ‘প্রতিটি ক্লাবের সঙ্গে আমরা কথা বলে দেখেছি, তাদের বেশিরভাগ ফুটবলারের সঙ্গে ৩১ মে পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। তাই আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সবার সঙ্গে কথা বলে লিগ শুরু করে দেব। সেক্ষেত্রে হয়তো সপ্তাহে একাধিক ম্যাচ দিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে লিগ শেষ করে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টাও হবে।’ ইস্টবেঙ্গল ইতিমধ্যে এএফসি–কে চিঠি দিয়ে মোহনবাগানকে লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছে। তবে সেই চিঠির কোনও উত্তর এএফসি–র তরফে পাওয়া যায়নি। ফেডারেশন সভাপতি প্রফুল প্যাটেলকেও লাল–হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার অনুরোধ করেছেন যাতে মোহনবাগান বাকি সব ম্যাচ খেলে সেটা দেখতে। কুশল দাশ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এএফসি মনে করলে ওদের চিঠির উত্তর দেবে। তবে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইতিমধ্যে এএফসি মেনে নিয়েছে। তাই লিগ শেষ না হলেও মোহনবাগানই চ্যাম্পিয়ন।’

কিন্তু কীভাবে লিগের বাকি ক্রমপর্যায় সেক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হবে, প্রশ্নে কুশল বলেছেন, ‘সেটা নিয়েও আমরা সবার সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক করব। তবে লিগ শেষ না হলে হয়তো অবনমন আর হবে না। একইভাবে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ যেহেতু হবে না, তাই কোনো দল প্রথম বিভাগেও উঠতে পারবে না।’ তবে সবকিছু নির্ভর করছে করোনা ভাইরাসের পরবর্তী গতিবিধির উপরে।

## মধ্যপ্রদেশের কোচ পণ্ডিত

**মুম্বই, ২৫ মার্চ :** ঘরোয়া ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশের কোচের দায়িত্বে এলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। টানা তিন বছর বিদর্ভের দায়িত্ব সামলানোর পর নতুন দলের কোচ হিসেবে দেখা যাবে মুম্বইয়ের এই প্রাক্তন উইকেটরক্ষককে। ঘরোয়া ক্রিকেটে অন্যতম সফল কোচ হিসেবে পরিচিত চন্দ্রকান্ত। বিদর্ভ ছাড়াও মুম্বই, মহারাষ্ট্র, কেরলের কোচ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রশিক্ষণে টানা দুইবার রনজি ও ইরানি ট্রফি জিতেছে বিদর্ভ। তবে সদ্য সমাপ্ত রনজিতে সাত নম্বরে শেষ করে চন্দ্রকান্তের দল। এদিকে, রনজিতে সাম্প্রতিক পারফরমেন্স বেশ খারাপ মধ্যপ্রদেশের। ইতিমধ্যেই তিনবার কোচ বদল হয়েছে মধ্যপ্রদেশের। নতুন দায়িত্বে আসার পর চন্দ্রকান্ত বলেছেন, ‘কোচ হিসেবে আর নতুন কিছু আমার দেওয়ার নেই বিদর্ভকে। তাই নতুন চ্যালেঞ্জ নিতেই মধ্যপ্রদেশের দায়িত্ব নেওয়া। বিগত তিনটে মরশুম ঘরোয়া ক্রিকেটে বিদর্ভ দারুণ পারফরমেন্স করেছে। সেই অভিজ্ঞতা সুখস্মৃতি হয়ে আমার কাছে থেকে যাবে।’

## ঋষভকে ‘মাইন্ড কোচ’ নেওয়ার পরামর্শ হগের

**নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ :** সাদা বলের ক্রিকেটে ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন লোকেশ রাহুল। টেস্ট ক্রিকেটে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য রয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা।

কিন্তু তারপরও টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে সুযোগ আসছে ঋষভ পন্থের। আর ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে হতাশ করে চলেছেন তিনি। এভাবে আর কতদিন টিম ইন্ডিয়ায় নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারবেন ঋষভ, সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে যখন কাঁপছে দুনিয়া, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট সহ যাবতীয় খেলা। তখন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ঋষভের জন্য নয়া পরামর্শ নিয়ে হাজির হলেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার ব্র্যাড হগ। সোশ্যাল দুনিয়ায় সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে হগ আজ ঋষভকে ‘অসম্ভব প্রতিভাবান’ ও ‘এন্টারটেইনার’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সঙ্গে প্রতিভাবান ঋষভের জন্য তাঁর পরামর্শ হল, ‘মাইন্ড কোচ’ নেওয়ার। নিজের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নিজেকেই বুঝে নিয়ে আগামীর লক্ষ্যে ঋষভকে চলার পরামর্শ দিয়েছেন ব্র্যাড হগ। বলেছেন, ‘ঋষভের খেলা দেখার জন্য নিয়মিত আমি টিভির সামনে বসি। ও দুর্দান্ত এন্টারটেইনার।’ এখানেই না থেমে ব্র্যাড হগ আরও বলেছেন, ‘মাঠে নিজের কাজটা কী, প্রতিভাবান ঋষভ ভালোই জানে সেটা। আমার মনে হয়, ওর মাইন্ড কোচিংয়ের প্রয়োজন। অনেক বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ এভাবে সফল হয়েছে। দুনিয়ার সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর।’ উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে ঋদ্ধিমান ভারতের নিউজিল্যান্ড সফরের সময় পরামর্শ দিয়েছিলেন ঋষভকে। তারও আগে বিরাট কোহলিদের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের থেকেও পরামর্শ পেয়েছেন ঋষভ।

**সম্পাদক ঃ সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩–৫৬৬৩, ২২১০–১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩–২২৪৩–৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১–২৩১৬৪৪, ০৩৫৬১–২২৪২১৪, ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২–২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন ঃ ০৩৫৬৪–২৫৯৪০১। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩–২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in